সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ
وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২

ভবিষ্যদ্বাণী মুসলেহ্ মওউদ পূর্ণ হওয়ার আলোকে তথা বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)'র বরাতে ঈমানোদ্দীপক বর্ণনা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ইসলামের ওপর শত্রুদের বিভিন্ন আপত্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তা'লার কাছ থেকে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে নিদর্শনস্বরূপ এক প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যাঁর দীর্ঘজীবি হওয়া, ইসলামের অসাধারণ সেবা করা সহ প্রায় ৫২/৫৩টি গুণাবলীর উল্লেখ; আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইলহামে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আঃ) নির্দিষ্ট একটি সময়সীমাও উল্লেখ করেন এবং সেই সময়সীমার ভেতর প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণও করেন, দীর্ঘজীবিও হন ও ইসলামের অসাধারণ সেবা করার অনন্য সৌভাগ্যও লাভ করেন। আমরা প্রতিবছর ২০ ফেব্রুয়ারীর ঐ দিনটিকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) দিবস পালনের মাধ্যমে স্মরণ রাখি। জামা'তে অনুষ্ঠিত জলসাসমূহে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন আঙ্গিকের ওপর আলোকপাত করা হয় তথা এম.টি.এ.তেও এর ওপর প্রোগ্রাম সমূহ প্রসারিত হয়ে থাকে।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সুদীর্ঘ জীবন লাভকারী এ বালকের স্বাস্থের ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) নিজেই বলেন যে, বাল্যাবস্থায় আমার শরীর ভীষণভাবে দূর্বল ছিল। প্রথমে তো হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হই এবং এরপরে আমার স্বাস্থ্য এতটাই ভেঙে পড়ে যে, এগার-বার বছর বয়স পর্যন্ত আমার জীবন-মৃত্যুর দোদূল্যমানে পার হয়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়; লাগাতার ছয়-সাত মাস পর্যন্ত জ্বর থাকে। আমাকে যক্ষ্মা-রুগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সব মিলিয়ে আমার পড়াশোনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়, আমি পড়াশোনায় ও স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমার দীর্ঘজীবন নিয়ে, কে নিশ্চয়তা দিতে পারে? আর শুধু যে দীর্ঘায়ু লাভের বিষয়-তা কিন্তু নয়, ভবিষ্যদ্বাণীতে একথাও ছিল-'তাঁকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ করা হবে'। তিনি (রাঃ) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলতেন, 'এ কুরআন ও হাদীস পড়লে তা-ই যথেষ্ট।' মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) আরও বলেন, সেসময় আমার স্বাস্থ্যের এতটাই দুরাবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আমি জাগতিক শিক্ষার অযোগ্য হয়ে পড়ি; আমার দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে যায়; ফলতঃ স্কুলে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই আমাকে অকৃতকার্য হতে হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন; খোদাতা'লা আমার ব্যাপারে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আমি জাগতিক ও আধ্যত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করব। সুতরাং আমি জাগতিক বিদ্যা থেকে বিদ্যালাভ করতে অসমর্থ হলেও আল্লাহ্তা'লা আমাকে এমনই সুমহান ঐশী জ্ঞান দান করেন এবং আমার কলমের দ্বারা এমন এমন সব পুস্তকাদি রচনা করান যে; বিশ্ব একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, ইসলামী পরিভাষার আর কোন লেখনী এর চাইতে উৎকৃষ্টতর হতে পারে না। কুরআন করীমে ব্যাখ্যার একটা সংখ্যা যা তফসিরে কবীর নামে আমি লিখেছি; যা পড়ে বড় বড় বিরোধীরাও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এরকম কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন যে, আমি তখন শৈশবে ছিলাম; দিব্যদর্শনে দেখি, একজন ফেরেস্তা আমাকে সূরা ফাতেহা'র ব্যাখ্যা শেখাচ্ছেন। ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে যখন তিনি إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ আয়াতে পৌঁছালেন; তখন বললেন আজ পর্যন্ত যত ব্যাখ্যাকারী ব্যাখ্যা করেছেন; তাঁরা সকলেই শুধুমাত্র এই আয়াত পর্যন্তই ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি তোমাকে এর পরের ব্যাখ্যাও শেখাচ্ছি। সুতরাং সেই ফেরেস্তা আমাকে সম্পূর্ণ সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা শেখালেন। এ দিব্যদর্শনের বাস্তবিকতা এটিই ছিল যে, কুরআন করীমের নির্যাস তথা গুঢ় রহস্য আমার মাঝে রেখে দেয়া হয়েছে। তিনি (রাঃ) বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান আমার অন্তরে এমনই রয়েছে যে, আমি দাবী করি, সূরা ফাতেহার আলোকেই যাবতীয় ইসলামী শিক্ষা আমি বর্ণনা করতে সক্ষম।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন; আমাদের স্কুলের ফুটবল টিমকে অমৃতসরে ম্যাচ জেতার সুবাদে একজন ধনী ব্যক্তি নেমন্ত্রন করেন; যেখানে আমাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য দাঁড় করানো হয়। দোয়া করার ফলে খোদাতা'লা আমার অন্তরে সূরা ফাতেহার একটা সূত্র প্রকট করে দেন; অতঃপর আমি বলতে শুরু করি, দেখ! কুরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা এ দোয়া শিখিয়েছেন, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ এখানে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ এর তাৎপর্য এই যে, আমরা যেন ইহুদী না হয়ে যাই। এবং وَلَا الضَّالِّينَ এর তাৎপর্য এই যে, আমরা যেন খ্রীষ্টান না হয়ে যাই। এখানে একথার উল্লেখ একারণে হয়েছে; রসুলে করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন; এ উম্মতের মাঝে একজন মসীহ্ আসার কথা রয়েছে, যারা তাঁকে অস্বীকার করবে তারা ইহুদী চরিত্রের হয়ে যাবে। তথা কিছু লোক নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা না বুঝতে পেরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। অত্যাশ্চর্যের বিষয় এই যে, সূরা ফাতেহা মক্কায় নাযেল হয়েছিল; সেযুগে সবচাইতে বেশী বিরোধী ছিল মক্কার মূর্ত্তি পূজারীরা। কিন্তু দোয়াতে একথা শেখায়নি যে, খোদা! আমরা যেন মূর্ত্তি পূজারী না হয়ে যাই। বরঞ্চ দোয়াতে এ শেখানো হয়েছে যে, হে খোদা! আমরা যেন ইহুদী ও খ্রীষ্টান না হয়ে যাই। অথচ মক্কায় যখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় তখন ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল মূর্তিপূজারীরা, ইহুদী বা খ্রিস্টানরা নয়। মহানবী (সাঃ) শেষযুগে এই উম্মতে প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যার অমান্যকারীরা ইহুদী-সদৃশ হবে। আরও বলেছেন, এক সময় এই উম্মতে খ্রীস্টধর্মের কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে; মুসলমানরা জাগতিক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবে। এথেকে প্রতীয়মান হয়, মক্কার মূর্তিপূজারীরা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবে ইহুদী ও খ্রীস্টান হবার শংকা থেকে যাবে–এই ভবিষ্যদ্বাণী সূরা ফাতিহাতেই বিদ্যমান ছিল। বক্তৃতা শেষে বড় বড় নেতারা এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান ও বলেন, সূরা ফাতিহার এমন তত্ত্ব তারা জীবনে প্রথমবার শুনলেন। বস্তুতঃ পূর্বের কোন তফসীরেই এই গুঢ়তত্ত্ব নেই। আল্লাহ্তা'লাই ফিরিশ্তার মাধ্যমে তাঁকে কুরআনের গভীর তত্ত্ব শিখিয়েছেন, যদ্বারা তিনি সারা পৃথিবীর সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চ্যালেঞ্জ দেন। সুতরাং ঘটনা এটিই যে, সমস্ত ব্যাখ্যাকারদের দেখুন; কোন ব্যাখ্যাকার আজ পর্যন্ত কুরআন করীমের এবিষয়টি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন নি। অবশ্য যখন আমার বয়স ছিল বিশ বছরের কাছাকাছি; সেসময়েই আল্লাহ্তাআলা আমার কাছে এবিষয়ের রহস্য উন্মোচিত করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার বয়স যখন এগারো বছরের ছিল, আমার অন্তরে একটি প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমি কেন খোদার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করি? খোদার অস্তিত্বের কি প্রমাণ রয়েছে? অতঃপর আমি অধিক রাত্রি পর্যন্ত এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি। পরিশেষে রাত্রি ১০-১১টার মত সময়ে

আমার অন্তর এ পরিপক্ক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হ্যাঁ খোদার অস্তিত্ব রয়েছে। ঠিক সেসময় আমি খুশীর জোয়ারে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম এটা ভেবে যে, আমার সৃষ্টিকর্তা খোদা আমি পেয়ে গেছি। দোদূল্যমান বিশ্বাস সুদৃঢ় বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এ দোয়া করতে থাকি; হে আল্লাহ্! তোমার অস্তিত্বের ওপরে আমি যেন কখনো সন্দিহান না হই। আজ আমি ৩৫ বৎসরের পূর্ণ মানব; কিন্তু আজও আমি সেই দোয়াই করি; হে আল্লাহ্! তোমার অস্তিত্বের ওপরে যেন সর্বদা আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি (রাঃ) বলেন, যখন খোদাতাআলার অস্বিত্ব আমার নিকটে সুস্পষ্ট হয়ে যায়; তখন আঁহযরত (সাঃ) তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সত্যতাও আমার নিকট সুস্পষ্ট হতে দেরী হয় নি। সুতরাং এ ঘটনাটিও ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর একটি প্রমাণ যে, আল্লাহ্তাআলা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)কে জ্ঞানে পরিপূর্ণ করবেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) জানতেন যে, এই বালকই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র এবং তাঁর মাঝে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) একটি সাময়িকী **তাশহীযুল আযহান**-পত্রিকার জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি প্রবন্ধ লেখেন। খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) স্বয়ং মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর নিকট এ লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অবশ্য মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)'র সাথে আলাপের সময় তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এ লেখনী ভাল হয়েছে কিন্তু এ থেকে তিনি আরও উত্তম লেখা আশা করেছিলেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) আরো বলেন; সামনে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক রয়েছে; আমি আশা করেছিলাম যে এথেকেও উত্তম কিছু তুমি নিয়ে আসবে। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)'র বক্তব্য এটাই ছিল যে, পরবর্তী জাতির ভীতরচনা পূর্ব হতেই শুরু হয়ে যায়; এবং শুরুতেই তার ভিত্তিপ্রস্তর উঁচু ও সৃদৃঢ় করার প্রয়োজন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, কথাটি এমন-যা আগামী প্রজন্ম যদি মাথায় রেখে দেয় তাহলে তারা এথেকে নিজেরাও আল্লাহ্র দয়া ও কৃপালাভ করতে সক্ষম, আবার জাতির জন্যও এটা অনুগ্রহ, অনুকম্পা তথা কৃপালাভের মাধ্যম হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এগিয়ে যাওয়ার অর্থ এখানে উত্তম কাজে উত্তম দিক্-নির্দেশনাকে বোঝায়। না-কি চোরের সন্তান এ চেষ্টা করবে যে, সে নিজ পিতার চাইতে আরো নিপুন চোর হতে পারে। বরঞ্চ এখানে এ বোঝানো হয়েছে যে, নামাযী ব্যক্তির সন্তান এ চেষ্টায় থাকবে যে, সে যেন নামাযে পিতার চাইতে আরো বেশী সক্রিয় হতে পারে। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ), হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)'র বাল্যকালের শারিরীক দূর্বলতা এবং তাঁর অপার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যে, এ বালকের মাঝে এত গুণ রয়েছে; যে উত্তম মানের প্রবন্ধ রচনা করতে সক্ষম।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, যখন ডাক্তারে বলে যে, আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবে; তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আমার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে শুরু করে দেন; তথা সেই সঙ্গে রোযাও রাখতে শুরু করেন। অতঃপর যখন তিনি শেষ রোযার ইফতারী করতে যান ও রোযা খোলার জন্য মুখের মাঝে কিছু রাখেন; সেই মূহুর্ত্তে হঠাৎ করে আমি চোখে দেখতে আরম্ভ করি আর আমি চীৎকার করে বলি যে আমি দেখতে পাচ্ছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বার বার আমাকে একথাই বলতেন, কুরআনের অর্থ এবং বুখারী, মৌলভী সাহেবের অর্থাৎ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)'র কাছ হতে পড়ে নাও। এছাড়া তিনি একথাও বলতেন কিছু চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়; কেননা এটা আমাদের বংশগত ধারা। অবশ্য আমি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)'র কাছ হতে চিকিৎসাবিদ্যা পড়েছিলাম, কুরআনের ব্যাখ্যা এবং বুখারীও। কিছু আরবী পত্রিকাও

তাঁর (রাঃ)'র নিকট পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সুতরাং এগুলো আমার জ্ঞানচর্চায় ছিল।

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)কে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এমনভাবে পূর্ণ করেছেন; তাঁর ৫২ বৎসরব্যাপী খিলাফতকাল একথার সাক্ষী যে, যখনই ধর্মীয় বা জাগতিক কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে তাঁকে বলার বা লেখার আহ্বান জানানো হয়েছে, তিনি জ্ঞানের স্রোতস্বিনী প্রবাহ করেছেন। অগণিত অবসরে তিনি (রাঃ) বক্তব্য দান করেন; যাতে বিরোধীরাও তাঁর পাণ্ডিত্যের গুণগান করতে বাধ্য হয়ে যায়; বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে একথা প্রকাশিত হতে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা নিজ ইলহাম তথা স্ব-ঘোষণার দ্বারা আমাকে জানিয়ে দেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার অস্তিত্বের মাধ্যমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে; এবং এখন ইসলামের বিরোধীদের ওপরে খোদাতাআলা তাঁর অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এখন একমাত্র ইসলাম-ই হচ্ছে খোদাতা'লার মনোনীত ধর্ম, মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) খোদাতা'লার মনোনীত রসুল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) খোদাতা'লার মনোনীত নবী।

সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী তো পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দমালা ইনশাল্লাহ্ তাআলা সে সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে; যতক্ষণ না হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মিশন পূর্ণতালাভ না করে; তথা ইসলামের বৈজয়ন্তী সম্পূর্ণ বিশ্বে উড্ডীন না হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে উপলক্ষ্য করে জলসা উদ্‌যাপন করা আমাদের জন্য তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য দৃষ্টিপটে রাখব; তা হল- বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)এর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইসলামের সত্যতা সারা বিশ্বে প্রকাশিত করে আঁহযরত (সাঃ)এর পতাকা উড্ডীন করা ও সবাইকে একই পতাকাতলে সমবেত করা। আজ বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মান্যকারী ব্যতীত আর কেউ এপথে এগিয়ে নেই, যদ্বারা বিশ্বের দরবারে ইসলামের পতাকা পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; হুযুর দোয়া করেন! আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

18 FEBRUARY 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in